যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

বন্দরের স্কুলগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে চলছে ভর্তি বাণিজ্য। শ্রেণী ভিত্তিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির নামে নেয়া হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত টাকা। সরকারি বই বিতরণেও টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভর্তির টাকা যোগাতে না পেরে শত শত দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে অভিভাবকরা জানান। এদিকে ভর্তি ফি আদায়ের প্রতিবাদে আজ রোববার বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করবে বন্দর নাগরিক কমিটি ও অভিভাবকরা। অভিভাবকরা জানান, বন্দরে প্রায় ২০টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় সবগুলো স্কুলেই ভর্তি ফির নামে টাকা নেয়া হচ্ছে। কল্যান্দী পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা। ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ৩ হাজার টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা। ওপরের শ্রেণীতে ভর্তির ফির হার আরও বেশি বলে অভিভাবকরা জানান। এ ছাড়া এ বিদ্যালয়ে সরকারি বই বিতরণে পরিবহন খরচের নামে নেয়া হচ্ছে টাকা। এ ব্যাপারে বন্দর নাগরিক কমিটির সভাপতি আবু সাঈদ চুনু মাস্টার বলেন, ভর্তি ফির নামে এ অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোনো আদেশ নেই।